দুই নারী
ইষ্টার্ণ ফিল্ম ক্র্যাফ্টস্ পরিবেশিত
জওলা প্রোডাকসন্সের নিবেদন

সংগঠনে

দুই নারী

('পুতুলের খেলা' গল্পের চিত্ররূপ)

প্রযোজনা : গৌরীশংকর কনোহ
দেওকীনন্দন কনোহ

কাহিনী : সমরেশ বসু

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
জীবন গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গীত : দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

কলাকুশলীগণ :

আলোক চিত্র : দীনেন গুপ্ত
শব্দ গ্রহণ : বাণী দত্ত ও
অতুল চ্যাটার্জি
কর্ম-সচিব : শিবপদ মিত্র
স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ
প্রচার সচিব : ফণীন্দ্র পাল

সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী
শব্দপুণর্লেখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প নির্দ্দেশ : প্রসাদ মিত্র
রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জি ও পঞ্চু দাস
পরিচয় লিপিকার : অবনীন্দ্র নাথ ঘোষ
নৃত্য : বিনয় ঘোষ

নেপথ্য কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়

সহকারী কলাকুশলী :

পরিচালনা : সত্য রায় ও রঞ্জিত গুহ
শব্দ গ্রহণ : ঋষি বন্দোপাধ্যায়
রথীন ঘোষ
পাঁচু মণ্ডল

আলোক চিত্র : সুনীল চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনা : প্রতুল রায়চৌধুরী
শিল্প নির্দ্দেশ : সুরথ দাস
ব্যবস্থাপনা : সমর চৌধুরী ও দুলাল সাহা

আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, কেষ্ট, অভিমন্যু, দুঃখী, সুধীর, সুদর্শন, অবনী, সন্তোষ ননী, মরু (ক্যালকাটা মুভিটোন) এবং দুলাল, শম্ভু, নিতাই, জগু, শৈলেন বলদেও, হরিপদ (ষ্টুডিও এস্‌, সি, এস)

রূপায়ণে :

সুপ্রিয়া চৌধুরী
বিকাশ রায়
কাজল গুপ্ত
নির্মল কুমার

অন্যান্য চরিত্রে :

পাহাড়ী সান্যাল, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, অনুপ, জ্ঞানেশ, হরিধন, কালী সরকার, শিশির, গোপেন, শ্যামল, দেবু চৌধুরী, সুশীল, সমর, সুকৃতি, পতাকী, জগন্নাথ, তাপস, নিমাই, গীতা দে, কল্পনা ব্যানার্জি, সুতপা, ডেনিস ফেড্রিক ও মাঃ পুপ্পন।

গীতিকার : পবিত্র মিত্র, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল চট্টোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক : **ইষ্টার্ণ ফিল্ম ক্রাফ্‌টস**

৩সি, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ক্যালকাটা মুভিটোন্‌ ষ্টুডিও ও ষ্টুডিও এস. সি. এস-এ গৃহীত এবং শ্রী আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীজে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

তপন কুমার বসু (ক্যালকাটা মুভিঃ), বিজয় বসু, দি আরমারী, মোহরলাল দাঁ (বন্দুক বিক্রেতা), সাউদার্ন স্যানিটারী ষ্টোর্স।

যে যুগকে আমরা আমাদের পচা চোখ দিয়ে দেখেছি আর ভেবেছি, মেয়েরা হয়ে গেছে পোষাক আর রং সর্বস্ব। ভেবেছি, বুঝি সারা মেয়ে সমাজটাই তাদের শরীরের প্রতিটি কোণে কোণে কৃত্রিম অস্ত্র দিয়ে শাণিত করে তোলার তপ্ত-লীলায় মেতে আছে। রং লেপছে, রং খসা বিবর্ণ কঙ্কালে। আর কতকগুলি বিচিত্র ক্লীবের অক্ষম শয্যায় শুয়ে দেহ উপাসিকার দল, ক্ষুধিত চোখে, নিঃশব্দে কেঁদে কেঁদে মরছে পথে ঘাটে।

কিন্তু এর কোনটাই তো আসলে সত্যি নয়। রং পোষাকে শিক্ষা থাকুক আর না থাকুক সব কিছুর আড়ালে তো সেই মেয়ে। যে মেয়ে রানী, রাজরাজেন্দ্রানী হয়েছে

কাহিনী

সমস্ত শতাব্দীর মার খেয়েও। যার ঘরের কপাট হাট করে খোলা পড়ে থাকে কিন্তু মনের কপাট খোলা যায় না।

তবু নিষ্পাপ যৌবনের কারবারই এমন যে সে তার গর্বকে খর্ব করেনা। তাই সুপ্রীতির রুদ্ধমনের রুদ্ধপথে নিজেরই অজ্ঞাতসারে নিখিলেশের স্বর্ণ সিংহাসন তৈরী হলো। সহপাঠী হলো সহসঙ্গী। নিখিলেশের কাছে সবটাই জয়ের আনন্দ আর সুপ্রীতির কাছে সবটাই ঐশ্বর্য্য। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তব এ স্বপ্নকে ভাঙলো। নিখিলেশ বুঝতে পারলো—মন দিয়ে মন রাখা যায় কিন্তু ঘর রাখা যায় না। ঘর রাখতে হ'লে চাই চাকরি, চাই টাকা। সহায় সম্বলহীন নিখিলেশকে একথাটা আরও বেশী করে স্মরণ করিয়ে দিল তারই কলেজের বন্ধু হরিদাস। হরিদাসের কাছে নৈতিক বুদ্ধি একটা সংস্কার মাত্র।

আর আদর্শ শুধুমাত্র ভাবাবেশ। হরিদাস বললে নিখিলেশকে—"এ জগতে ভালোমানুষ সাজলে পেটও চলেনা, পীরিতও চলেনা।"

মানুষের মতো বাঁচতে হলে চাই চাই টাকা 'গড্ ইজ্ মানি' নিখিলেশ, গড্ ইজ্ মানি।"

নিখিলেশ অর্থকে কোনোদিন সীমাহীন স্বীকৃতি দেয়নি।

ভেবেছে অর্থ জীবিকার মুখ্য উপকরণ কিন্তু জীবনের সব কিছুই নয়। তবু আজ হরিদাসের কথাগুলো নিখিলেশের কাছে বড় সত্যি মনে হলো। অভাব ও দারিদ্রের বীভৎস চেহারায় তার আদর্শ বোধ যেন ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছে। হরিদাসের স্পষ্ট, নগ্ন কথাগুলো আজ এই মুহূর্ত্তে নিখিলেশের কাছে অনেক সত্যি, অনেক সহজ। নিখিলেশ হরিদাসকে বললে—

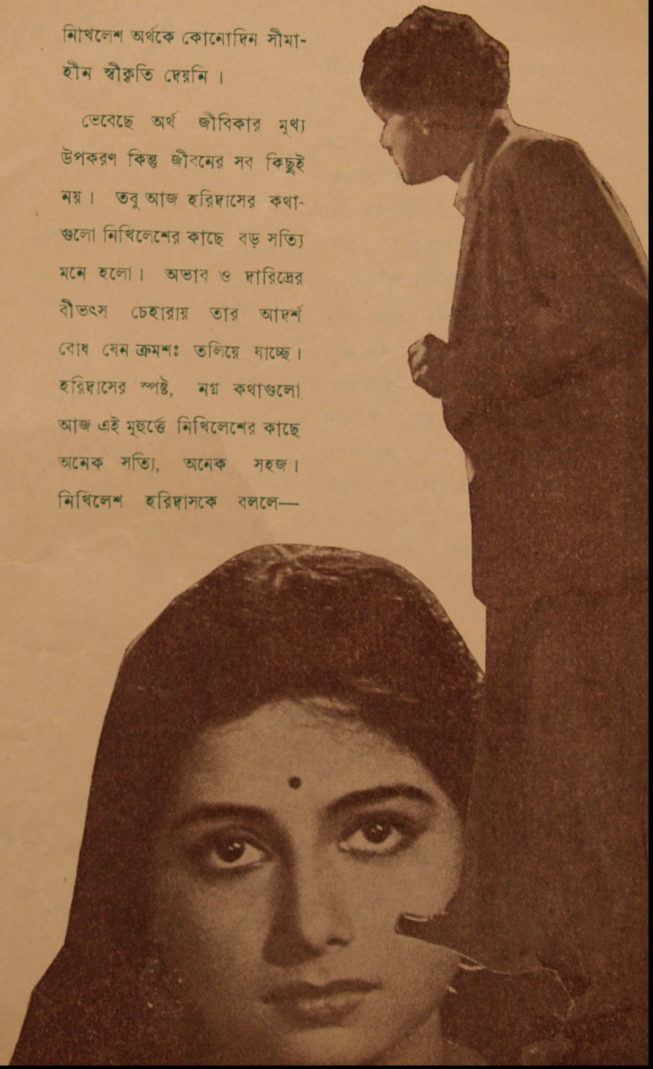

"তোমার ফার্ম-এ আমায় একটা কাজ দাওনা হরিদাস ?"

"হরিদাস বললে—"কাজ তোকে একটা দিতে পারি কিন্তু তুই তো তা পারবি না। শুনলেই তো তোর খারাপ লাগবে।" তোরা যে আবার আদর্শবাদী ছেলে।"

কিন্তু নিখিলেশের আজ কোন কাজই খারাপ লাগবার কথা নয়। সে শুধু বাঁচতে চায়—সুপ্রীতিকে, খোকাকে বাঁচাতে চায়। হরিদাস ও তা জানে। সে জানে নিখিলেশের এই দুঃসময় তার কাছে অনেক মূল্যবান। হরিদাস সে সুযোগ ছাড়বে না। সে ছাড়েও নি।

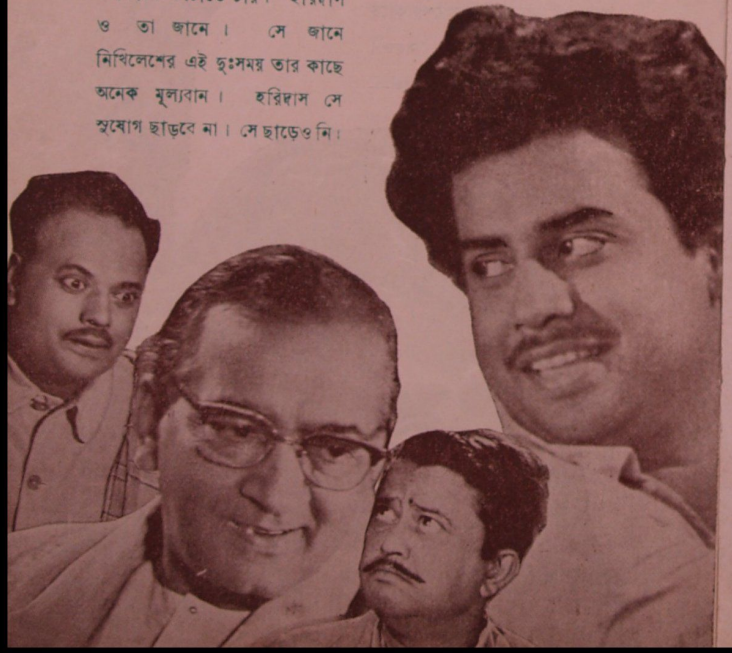

সঙ্গীত

(১)

রাত ফুরায় চাঁদ হারায়
এখনও তো কিছু বলনা
তুমি আমার ওগো কে বলনা।
সন্ধ্যামণির পরশ নিয়ে গোধূলির কালো ছায়
আকাশ ময়ূর পেখম ছড়ায় সেই সুরের মায়ায়
সন্ধ্যা ছায়, ক্লান্ত বায়, দিন যে যায়
এখনও তো কিছু বলনা
তুমি আমার ওগো কে বলনা।
চাঁদের চোখে ঘুমের আবেশ নিঝুম প্রহর যায়
ঝাউ শাখে দোল দিয়ে বাতাস ঘুম পাড়ানী গায়
রাত ঘুমায়, তারা ঝিমায়, পাখী কুলায়
এখনও তো কিছু বলনা
তুমি আমার ওগো কে বলনা।
সূর্যমুখী সুর পেলো ঐ সূর্য্যের ইসারায়
সুখ তারা ঐ মিলিয়ে গেল কোথা কোন অজানায়
ভোর হয়েছে, ফুল ফুটেছে, অলি জুটেছে
এখনও তো কিছু বলনা
তুমি আমার ওগো কে বলনা ?

(২)

আয় ঘুম আয় ঘুম মেঘের ভেলায়
ঝিরি ঝিরি এই হাওয়া দোল দিয়ে যায়।
দোলে ঐ দোলে চাঁদ সোনার চোখে
ঘুমপরী নেমে এলো স্বপ্নলোকে।
আকাশের তারা ঐ মিটি মিটি চায়।

সোনা নেই রূপো নেই নেই চুনীপান্না
তাই বলে খোকনের নেই কোন কান্না
মায়ের আদর তার হাজার মাণিক
মন তার ভরে গেছে মায়ের মায়ায়
আকাশের তারা ঐ মিটিমিটি চায়।

ছোট্ট খোকন সেইতো আমার সেইতো ছোট্ট আর
মাথায় মুকুট নেই তবু তো আছে তলোয়ার
দুষ্টু মিটি করলে পরে শাস্তি যেন পারে
কদিন পরেই খোকন আমার দূরের দেশে যাবে।

(৩)

ইয়ে হোটেল কস্‌মপলিটান্
কেউ আসে, কেউ যায় কেউ শুধু ফূর্ত্তি করে
যত সব নড়জোয়ান।
নর্থ কোষ্টের তুমি প্রেসিডেন্ট
সাউথ কোষ্টের তুমি কিং
যত সব রাজা ফকির পরতে আসে
ওয়েডিং রিং
হ্যালো মিঃ টস, ডিক, জন্
হি ইজ হিয়ার ওন্‌লি সিম্‌পিলটন
শেরী, স্যাম্পেল, হুইস্কি
বেশী খেলে রিস্কি
যদি চাও বাঁচতে খেতে হবে আস্তে
কিছু রোষ্ট মাটন।
ড্রিঙ্ক, ড্যান্স, ডাইন, অল ফর মাইন
ও মাই ডার্লিং ও মাই ডিয়ার
প্লিজ, খেয়ে নাগো বিয়ার
মনে রেখে চিয়ার,
চলে যাও সটান।

(৪)

তুমি কোথায়, আমি কোথায়
তোমার সে সুর, তোমার সে গান
কোথায় গেল কতদূরে হায়।

সেই যে সাগর, আর তার ঢেউ
সুরে সুরে ভরেছিল দুজনায়।
সেই মায়া রাত, পূর্ণিমা চাঁদ
দূর হতে আরও দূরে যেতে চায়।

আঁখি জলে আছ আমার এ প্রেম
প্রেমের সমাধি তার গড়ে যায়
ব্যথায় রঙ্গীন দুটি তারা
পথ হারা ঘুরে মরি অজানায় ;

সাজানো সে ঘর ভেঙ্গে দিল ঝড়
সব কথা থেমে গেল হতাশায়
শ্রান্ত জীবন ক্লান্ত এ মন
মরণের ছায়া শুধু খুঁজে পায়।

জওলা প্রোডাকসন্সের

পরবর্ত্তী নিবেদন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বহ্নিশিখা

পরিচালনা • জীবন গাঙ্গুলী

ইষ্টার্ণ ফিল্ম আর্টিস্ট্স্ পরিবেশিত